AS-SUNNAI
Health Care

কুরআনের মাধ্যমে আরোগ্য

কুরআন শ্রবণ ও আমলের প্রভাব

সুন্নাহের সাথে, সুস্থতার পথে।

আস-সুন্নাহ হেলথ কেয়ার

As Sunnah Health Care

সম্পাদনা ও প্রকাশনা তত্ত্বাবধানে: রাক্বী এইচ এম মোশাররফ হুসাইন

CEO, As Sunnah Health Care

www.assunnahealth.com | অ্যাপয়েন্টমেন্ট: 01313-882464

সূচিপত্র

হাদিয়া (ঐচ্ছিক) ৩

অনুবাদ প্রসঙ্গে ৪

পর্ব ১: কুরআনের মাধ্যমে আরোগ্য

১ কুরআনের মাধ্যমে আরোগ্য ৬

২ চিকিৎসাবিজ্ঞান, দেহের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা ও রুকইয়াহর তিনটি ক্ষেত্র ১৬

পরিশিষ্ট

গ্রন্থ ও লেখক পরিচিতি ২৩

..... ২৪

শেষ কথা: হাদিয়া (ঐচ্ছিক) ২৫

হাদিয়া (ঐচ্ছিক)

এই কিতাব অনুবাদে আমাদের শত শত ঘণ্টা এবং হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কেউ চাইলে আমাদের কাজের জন্য হাদিয়া পাঠাতে পারেন।

> বিকাশ / নগদ: +8801313-882464
> ইসলামী ব্যাংক অ্যাকাউন্ট: 2050 115 67 00438103
> নাম: Md. Mosharrof Hossain
> শাখা: পাবনা (Pabna) · কোড: 115 · রাউটিং: 125761787

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

অনুবাদ প্রসঙ্গে

এটি অধ্যাপক ড. আহমদ আল-কাদী ও ঈমান আবুস সাউদ আল-কাদী রচিত আরবি গ্রন্থ **«التشافي بالقرآن»**-এর সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ। মূল গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব লেখকের। এই অনুবাদ মূল গ্রন্থের প্রতিস্থাপন নয় — সূত্র হিসেবে ব্যবহারের সময় মূল আরবি গ্রন্থটিই নির্ভরযোগ্য।

উপস্থাপনার নীতি

- সম্পূর্ণ অনুবাদ, সংক্ষেপ নয়। লেখকের প্রতিটি বক্তব্য, দলিল ও নির্দেশনা বাক্যে-বাক্যে অনূদিত; কোনো অংশ সারসংক্ষেপে পরিণত করা হয়নি।
- কুরআনের আয়াত মূল আরবিসহ, সূরার নাম ও আয়াত-নম্বরসহ, এরপর বাংলা অর্থ।
- হাদীস ও উদ্ধৃতি মূল আরবিসহ, মূল গ্রন্থে দেওয়া তাখরীজসহ, তারপর বাংলা।
- ফতোয়া ও অন্যের বক্তব্য — বক্তার নাম ও মূল গ্রন্থে দেওয়া উৎস অক্ষুণ্ণ।

অনুবাদ-পদ্ধতি ও যাচাই

অনুবাদ করা হয়েছে মূল গ্রন্থের ডিজিটাল (.doc) টেক্সট থেকে। মূল গ্রন্থে কোনো অসংগতি বা ছাপার ভুল ধরা পড়লে তা নীরবে সংশোধন বা নীরবে বহন — কোনোটিই করা হয়নি; সেগুলো আলাদা যাচাই-তালিকায় লিপিবদ্ধ আছে।

পর্ব ১

কুরআনের মাধ্যমে আরোগ্য

১ কুরআনের মাধ্যমে আরোগ্য

২ চিকিৎসাবিজ্ঞান, দেহের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা ও রুকইয়াহর তিনটি ক্ষেত্র

AS-SUNNAH Health Care

www.assunnahealth.com

কুরআনের মাধ্যমে আরোগ্য

কুরআন শ্রবণ, রুকইয়াহ ও ইসলামী জীবনাচরণের আরোগ্যদায়ী প্রভাব

অধ্যাপক ড. আহমদ আল-কাদী

ও ঈমান আবুস সাউদ আল-কাদী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ১২৩

"আর আমরা কুরআন থেকে তা-ই নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত।" — সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৮২

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْقُرْآنِ لَمَا يَشْفِيكُمْ ১২৪

"নিশ্চয় কুরআনে তোমাদের জন্য এমন কিছু আছে যা তোমাদের আরোগ্য দান করে।"

কুরআনের আরোগ্যদায়ী প্রভাব একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর মহাগ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন এবং রাসূল ﷺ যার উপদেশ দিয়েছেন। এই আরোগ্যদায়ী প্রভাবের রয়েছে বহুবিধ দিক ও অসংখ্য প্রকাশ; সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমরা সেগুলোর কিছু কিছু বুঝতে শুরু করেছি, আর অধিকাংশের গভীরে আমরা এখনো পৌঁছাতে পারিনি; আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান বাড়িয়ে দেন। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা কুরআনের আরোগ্যদায়ী প্রভাবের কয়েকটি দিক উল্লেখ করব, যেগুলোর প্রভাব ও কার্যকারিতা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আমাদের কাছে প্রমাণিত হয়েছে।

কুরআন শ্রবণের আরোগ্যদায়ী প্রভাব

তুলনামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণের ফলে মানবদেহের বেশ কয়েকটি জৈবিক ক্রিয়ায় (vital functions) পরিবর্তন ঘটে, যেগুলো ইলেকট্রনিক উপায়ে মাপা ও পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। এই শারীরবৃত্তীয় (physiological) পরিবর্তনগুলো সাধারণত আরোগ্য-প্রক্রিয়ার সঙ্গী হয়ে থাকে, এবং সেগুলো রোগাক্রান্ত অবস্থার সঙ্গী যেসব পরিবর্তন ঘটে তার বিপরীত। এই ইতিবাচক শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনগুলো যিনি আরবি ভাষা বোঝেন এবং যিনি বোঝেন না — উভয়ের ক্ষেত্রেই দেখা যায়; তবে কুরআনের শব্দগুলোর অর্থ বোঝার সুযোগ থাকলে পরিবর্তনগুলো আরও গভীর ও আরও সুস্পষ্ট হয়।

রুকইয়াহর আরোগ্যদায়ী প্রভাব (অর্থাৎ কুরআন পাঠের সঙ্গে স্পর্শ)

বৈদ্যুতিক চিত্রগ্রহণ পদ্ধতির (কিরলিয়ান ফটোগ্রাফি) মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, কুরআন পাঠ পাঠকের দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চারপাশে বিদ্যমান তড়িৎ-চৌম্বক শক্তিক্ষেত্রে (electromagnetic energy field) ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায়। আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, পাঠকের তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের এই পরিবর্তনগুলো, যার উপর পাঠ করা হচ্ছে অর্থাৎ যাকে রুকইয়াহ করা হচ্ছে, তার তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলে এই পরিবর্তনগুলোর — আল্লাহর অনুমতিক্রমে — রোগীর স্বাস্থ্যের উপর ইতিবাচক ও আরোগ্যদায়ী প্রভাব পড়ে।

রুকইয়াহর প্রভাব: বর্ণিত ধারা

১ **কুরআন পাঠ**
পাঠকের দেহের চারপাশের তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন

২ **পাঠকের ক্ষেত্রের পরিবর্তন**
যার উপর পাঠ, তার ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব

৩ **রোগীর স্বাস্থ্য**
আল্লাহর অনুমতিক্রমে ইতিবাচক ও আরোগ্যদায়ী প্রভাব

লেখকদ্বয়ের নিজস্ব বিবরণ; এখানে তাঁদের বক্তব্যই সংক্ষেপে দেওয়া হলো

কুরআন ও সুন্নাহর কিছু ধারণার আরোগ্যদায়ী প্রভাব, যেগুলো রোগীকে নেতিবাচক অনুভূতি থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে

রোগীর নেতিবাচক অনুভূতি থেকে মুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে কুরআন ও পবিত্র সুন্নাহর কিছু ধারণার কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, জমে থাকা নেতিবাচক অনুভূতি মানুষের রোগ-প্রতিরোধ ক্রিয়া (immune functions) দমিয়ে দেওয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী কারণগুলোর একটি। আর প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের রোগ-প্রতিরোধ ক্রিয়ার দুর্বলতা বা বিশৃঙ্খলা নানা রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার বাড়িয়ে দেয়, যেগুলোর মধ্যে এমনও আছে যা স্বাস্থ্য ও জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ। সুতরাং নেতিবাচক অনুভূতি থেকে কীভাবে মুক্ত হতে হয় তা শেখানোর জন্য মানসিক পরামর্শ-নির্দেশনা (psychological counselling) সেসব দীর্ঘস্থায়ী রোগের চিকিৎসার একটি মৌলিক অংশ, যেগুলোকে আরোগ্যদায়ী চিকিৎসার অসাধ্য বলে মনে করা হতো। কুরআন ও পবিত্র সুন্নাহ থেকে উৎসারিত ইসলামী ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এই মানসিক পরামর্শ-নির্দেশনার কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে — আর তা মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের ক্ষেত্রেই; কারণ তা এমন ধারণাগুলোর উপর দাঁড়িয়ে আছে যা মানুষের ফিতরাতের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, তার ধর্ম যা-ই হোক না কেন। তবে রোগীর মধ্যে ঈমানী ও আধ্যাত্মিক ধারণার গভীরতা যত বাড়ে, এই মানসিক পরামর্শ-নির্দেশনার কার্যকারিতাও তত বৃদ্ধি পায়; আর এটিই রোগীদের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যগুলোর একটি।

নেতিবাচক অনুভূতি ও রোগ-প্রতিরোধ

১. জমে থাকা নেতিবাচক অনুভূতি
রোগ-প্রতিরোধ ক্রিয়া দমনের সবচেয়ে শক্তিশালী কারণগুলোর একটি

২. রোগ-প্রতিরোধ ক্রিয়ার দুর্বলতা
নানা রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার বাড়ে

৩. মানসিক পরামর্শ-নির্দেশনা
নেতিবাচক অনুভূতি থেকে মুক্ত হতে শেখায়

৪. ইসলামী ধারণার ভিত্তি
মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের ক্ষেত্রে কার্যকারিতা প্রমাণিত

৫. ঈমানী ও আধ্যাত্মিক ধারণার গভীরতা
যত বাড়ে, কার্যকারিতাও তত বাড়ে

লেখকদ্বয়ের বর্ণিত যুক্তির ধারা

কুরআন ও পবিত্র সুন্নাহ থেকে নিঃসৃত ইসলামী শিক্ষা থেকে উৎসারিত ইসলামী জীবনাচরণের আরোগ্যদায়ী প্রভাব (যাকে বলা হয় প্রায়োগিক বা সরীরি বা ক্লিনিক্যাল ইসলামী চিকিৎসাবিজ্ঞান)

দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার ফলাফল পর্যালোচনার পর (পাঁচ বছরেরও বেশি সময়ের), স্পষ্ট হয়েছে যে, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান যেসব রোগের আরোগ্যদায়ী চিকিৎসা দিতে ব্যর্থ হয়েছে, সেসব রোগের চিকিৎসায় সরীরি (ক্লিনিক্যাল) ইসলামী চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রয়োগ বিরাট সাফল্য পেয়েছে — এমন সাফল্য, যা আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের চিকিৎসাগুলোর সাফল্যকে বহুগুণে ছাড়িয়ে যায়। আর এটি বিভিন্ন সব রোগের ক্ষেত্রেই একটি স্থির ও নিয়মিত ধারা; যদিও সাফল্যের হার ও মাত্রা এক রোগ থেকে আরেক রোগে ভিন্ন ভিন্ন।

এই সাফল্য মুসলিম রোগীদের ক্ষেত্রে এবং অমুসলিম রোগীদের ক্ষেত্রে সমানভাবেই। আর এটি কুরআন ও সুন্নাহর বৈজ্ঞানিক ই'জাযের (অলৌকিকত্বের) আরও একটি প্রকাশ — উক্ত ই'জাযের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে যা প্রকাশ পেয়েছে তার অতিরিক্ত।

ইসলামী আকীদা বান্দাদের কাজ ও তাদের ইচ্ছার সঙ্গে মহান মাওলার ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছে। আর ইসলামী আকীদা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিশদ বিবরণে মানুষ ও তার ইচ্ছা এবং তার মহান স্রষ্টার মধ্যকার সম্পর্ক স্পষ্ট করে দিয়েছে...

আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লার প্রতি ঈমানের একটি অধ্যায় হলো এ কথা মেনে নেওয়া যে, আরোগ্য, উপকার ও ক্ষতি — এসবই আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লার পক্ষ থেকে; তবে এর দ্বারা মানুষের হাতে থাকা সেসব কাজের অধিকার লঙ্ঘিত হয় না, যেসব কাজের মাধ্যমে সে উপকার বা ক্ষতি কিংবা রোগ বা আরোগ্য ডেকে আনে — যা আল্লাহর অনুমতিক্রমেই ঘটে।

আরোগ্য: আল্লাহ ও মানুষের কাজ

আল্লাহর পক্ষ থেকে	মানুষের হাতে থাকা কাজ
আরোগ্য, উপকার ও ক্ষতি	যে কাজের মাধ্যমে সে উপকার, ক্ষতি, রোগ বা আরোগ্য ডেকে আনে
এটা মেনে নেওয়া ঈমানের একটি অধ্যায়	এতে মানুষের কাজের অধিকার লঙ্ঘিত হয় না
সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে	সবই আল্লাহর অনুমতিক্রমে ঘটে

ইসলামী নবজাগরণের যুগের মুসলিম চিকিৎসকরা বস্তুগত বিজ্ঞান অধ্যয়নের পাশাপাশি তাওহীদ ও ফিকহের শাস্ত্রও পড়তেন; আমরা বলি: সেই প্রথম যুগের চিকিৎসকদের ইসলামী আকীদা সম্পর্কে এমন অবগতি ও জ্ঞান ছিল, যা তাঁদের দিয়ে বস্তুর সঙ্গে একজন বোধসম্পন্ন সচেতন মানুষের মতো আচরণ করাত...

মুসলিম চিকিৎসকদের কাছে রূহ ও দেহের সম্পর্কের এই সঠিক উপলব্ধি এবং আকীদা থেকে তাঁদের প্রাপ্ত অংশের নির্মলতা — এসব হারানোর কারণে মুসলিমরা বস্তুগত বিজ্ঞানের প্রতি তাদের প্রেরণা হারিয়ে ফেলল; তেমনি হারাল মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান ও সত্যের যে স্বাতন্ত্র্য তাদের ছিল, তাও। ফলে তারা সেই মহৎ লক্ষ্যগুলো থেকে দূরে সরে গেল, যেগুলোর জন্য মুসলিমদের চিকিৎসা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল; আর তারা মানবদেহ সৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বস্তু এবং এই দেহের চালিকাশক্তি হিসেবে রূহ — এ দুয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করল না...

মুসলিম বিশ্বের উপর পশ্চাৎপদতার বছরগুলো যতই এগিয়েছে, মুসলিমরা দুটি বড় ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এদের একটি দল নিছক বস্তুবাদী সভ্যতার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে; তারা কেবল সেই সভ্যতা থেকে আসা জিনিসেই বিশ্বাস করে, আর কোনো জ্ঞানকেই স্বীকৃতি দেয় না যদি না তা এই সভ্যতার ভাষায় বলা হয়।

আর দ্বিতীয় দলটি নিজেকে বস্তুগত জ্ঞানের দরজাগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে; তারা মনে করেছে, দ্বীন মানেই ইবাদতগুলো আঁকড়ে ধরা আর আখিরাতের বিষয়ে ব্যস্ত থাকা — তাদের ভাষায়, দুনিয়া দুনিয়াদারদের জন্য ছেড়ে দেওয়া।

আর এই দুই বড় দলের মাঝখানে রয়েছে আরও কিছু দুর্বল বা বিক্ষিপ্ত শক্তি; এঁরা মুসলিম সন্তানদেরই একাংশ, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে এই বস্তুগত জ্ঞানের ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে তাঁরাই বেশি হকদার, আর এই জ্ঞান গ্রহণ করা ইসলামী শরীয়তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যও বটে। সুতরাং তাঁদের উপর ওয়াজিব যে, তাঁরা এই জ্ঞান গ্রহণ করবেন — ফরযে কিফায়া হিসেবে ওয়াজিব। আর তাঁরা এতে অগ্রসর হবেন, বরং অন্যদের চেয়েও এগিয়ে যাবেন...

এই স্বল্পসংখ্যক মানুষ — আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লার অনুগ্রহে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যাঁদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে — তিনটি রণাঙ্গনে লড়াই করছেন: প্রথমটি কাফিরদের রণাঙ্গন, যারা বস্তুর মানদণ্ড ছাড়া অন্য কোনো মানদণ্ড স্বীকার করে না; দ্বিতীয়টি সেই মুসলিম সন্তানদের রণাঙ্গন, যারা তাঁদের ধর্মনিষ্ঠাকে বিদ্রূপ করে; আর তৃতীয়টি আরও কিছু মুসলিম সন্তানের রণাঙ্গন, যারা তাঁদের বস্তুগত জ্ঞানকে উপহাস করে...

পশ্চাৎপদতার যুগে মুসলিমদের অবস্থান

মুসলিম বিশ্ব: দুই বড় দল ও মাঝের শক্তি

প্রথম দল	দ্বিতীয় দল	মাঝের দুর্বল শক্তি
নিছক বস্তুবাদী সভ্যতার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে	নিজেকে বস্তুগত জ্ঞানের দরজা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে	তাঁদের বিশ্বাস: এ জ্ঞান তাঁদেরই প্রাপ্য, তাই তা গ্রহণ ফরযে কিফায়া হিসেবে ওয়াজিব
প্রথম রণাঙ্গন	**দ্বিতীয় রণাঙ্গন**	**তৃতীয় রণাঙ্গন**
কাফিরদের, যারা বস্তুর মানদণ্ডই স্বীকার করে	যারা তাঁদের ধর্মনিষ্ঠাকে বিদ্রূপ করে	যারা তাঁদের বস্তুগত জ্ঞানকে উপহাস করে

লেখকদ্বয়ের বর্ণনা; তিন রণাঙ্গনে লড়ছেন মাঝের ওই স্বল্পসংখ্যক মানুষ

"কুরআনের মাধ্যমে আরোগ্য" শীর্ষক যে সেমিনারের ছায়ায় আমরা এই দিনগুলো কাটাচ্ছি, সেটি সেই আন্তরিক প্রচেষ্টাগুলোরই একটি, যেগুলো — আমরা যেমন বিশ্বাস করি এবং যেমন কামনা করি — দ্বীনি জ্ঞান ও বস্তুগত জ্ঞানের মধ্যে সঠিক সংযোগটি প্রতিষ্ঠা করবে।

এই সেমিনারের ফকীহগণ যখন পবিত্র কুরআন ও নববী সুন্নাহ দিয়ে, অথবা যেসব উত্তম বাক্য শুদ্ধ বলে প্রমাণিত তা দিয়ে রুকইয়াহ করার শরঈ বৈধতা নিয়ে আলোচনা করেছেন, এর শরঈ হুকুম জায়েয হওয়া স্পষ্ট করেছেন, তারপর কিছুটা বিশদে গিয়ে রুকইয়াহ ও রাকীর শর্তাবলি এবং যার উপর রুকইয়াহ করা হয় তার প্রসঙ্গের দিকে অগ্রসর হয়েছেন, আর এ বিষয়ে শরঈ হুকুম পরিষ্কার করে দিয়েছেন — তখন প্রকৃতপক্ষে তাঁরা চিকিৎসকদের পথের সূচনায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন; অন্তত পক্ষে তাঁদের জন্য মুস্তাহাবের দরজাগুলোর একটি দরজা খুলে দিয়েছেন। যাতে মুসলিম চিকিৎসকরা এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে শুরু করেন, এবং এর নানা দিক নিয়ে এমনভাবে গবেষণা করেন যা মুসলিমদের জন্য এমন স্বাস্থ্যগত কল্যাণ বয়ে আনতে পারে, রোগীদের পক্ষে যা ছাড়া চলে না... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই বাণীর সত্যায়নস্বরূপ:

مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ ১২৫

> "তোমাদের মধ্যে যে নিজের ভাইয়ের উপকার করতে সক্ষম, সে যেন তা করে।"

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে চিকিৎসার দায়িত্ব ও তার নিয়ন্ত্রক নীতিমালার জন্য এমন কিছু আদব নির্ধারিত হয়েছে, যেগুলোকে মুসলিম আলিমগণ ইসলামী চিকিৎসাবিজ্ঞান সংস্থার (المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية) প্রচেষ্টায় বিধিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং যদি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় — আমার ধারণা তা-ই হবে — তবে তা এই মর্মেই হবে যে, রুকইয়াহ শরইয়্যাহ চিকিৎসার সেই উপায়গুলোর একটি, যাকে ইসলাম স্বীকৃতি দেয়; আর এর দলিল হলো বুখারী ও অন্যরা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে নবী ﷺ-এর সূত্রে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তার নস:

مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً ١٢٦

"আল্লাহ এমন কোনো রোগ নাযিল করেননি, যার জন্য তিনি আরোগ্যও নাযিল করেননি।"

আর মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ ١٢٧

"প্রত্যেক ওষুধের জন্য একটি রোগ আছে; সুতরাং রোগের ওষুধটি যখন যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়, তখন আল্লাহর অনুমতিক্রমে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে।"...

এখানে চিকিৎসক হিসেবে আমরা হয়তো ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা আর রুকইয়াহ শরইয়্যাহ — এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করা ছাড়া উপায় পাই না; যদিও উভয়টিই আল্লাহর নির্ধারিত সেই শরঈ উপায়-উপকরণের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর মাধ্যমে রোগীদের আরোগ্য সম্পন্ন হয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন যে, এক প্রশ্নকারী রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন:

يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيهَا، وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ، وَتُقَاةً نَتَّقِيهَا، هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيْئًا؟

"হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কী বলেন সেই রুকইয়াহ সম্পর্কে যা দিয়ে আমরা ঝাড়ফুঁক করাই, সেই ওষুধ সম্পর্কে যা দিয়ে আমরা চিকিৎসা করি, আর সেই সতর্কতা-অবলম্বন সম্পর্কে যা দিয়ে আমরা নিজেদের রক্ষা করি — এগুলো কি আল্লাহর তাকদীরের কিছু ফিরিয়ে দেয়?"

তখন ﷺ বললেন:

هِيَ مِنْ قَدَرِ اللهِ (١٢٨)

"এগুলোও আল্লাহর তাকদীরেরই অংশ।"

আর আমার মতে, এ দুয়ের মধ্যকার পার্থক্যটি হলো কারামত ও সুনানের (আল্লাহর স্থাপিত অপরিবর্তনীয় নিয়মের) মধ্যকার পার্থক্য। কারণ বস্তুগত চিকিৎসা-পদ্ধতি সেই সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মগুলোকে স্পর্শ করে, যেগুলো আল্লাহ সৃষ্টির

অন্তর্গঠনেই স্থাপন করে দিয়েছেন; ফলে এই নিয়মগুলোর ক্ষেত্রে ওষুধের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ঘটাটাই প্রধান ধারা। পক্ষান্তরে রুকইয়াহ হলো কারামত, যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যাকে চান তাকে দান করেন; ফলে আমাদের কাছে দৃশ্যমান কোনো উপায়-উপকরণ ছাড়াই তা আরোগ্য ঘটিয়ে দেয়।

বস্তুবিজ্ঞানীরা ওষুধবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে যে, তা হলো প্রভাবকটি উপস্থিত করা মাত্রই ফল অর্জিত হওয়া এবং তার পুনরাবৃত্তি ঘটা অবধারিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা। সুতরাং তুমি যদি একটি সুচের পাশে একটি চুম্বক রাখো, তবে সুচটিকে অবশ্যই সেই চুম্বকের দিকে উঠে যেতে হবে। আর তুমি যদি ত্বকের উপর একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় বিকিরণ প্রয়োগ করো, তবে সেই ত্বককে অবশ্যই লাল হয়ে যেতে হবে। এমনকি তুমি যদি এই প্রক্রিয়াটি শত শত বার পুনরাবৃত্তি করো, তবু প্রতিবারই এই সাড়াটি নিশ্চিতভাবে পাবে।

সুতরাং বস্তুর মানদণ্ডের অধীন এই সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মগুলো, যেগুলো আল্লাহ মানুষের ভেতরে কিংবা প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টি করেছেন — সেগুলোই বস্তুগত সভ্যতার মজ্জা। আর অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, মুসলিমদের মধ্যে এ ব্যাপারেই আমরা বিরাট ঘাটতি দেখতে পাই। এই বস্তুগত জ্ঞানের ভেতরে রয়েছে বিরাট বিরাট রহস্য; এর যতটুকু অজানা রয়ে গেছে, তা যতটুকু জানা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। আর একে জানার পথগুলো পরিশ্রম ও তাতে ব্যাপৃত থাকা ছাড়া অতিক্রম করা যায় না।

এ কারণেই দেখতে পাবে, এ ব্যাপারে মুসলিমদের হাত অনেক খাটো — বহু ও নানাবিধ কারণে...

আর রুকইয়াহ শরইয়্যাহর ক্ষেত্রে বলতে হয়, তা ঘটতেও পারে, না-ও ঘটতে পারে। তা দুআর মতো: আল্লাহ তাতে সাড়া দিতে পারেন, কিংবা তার দ্বারা অন্য কোনো ক্ষতি ঘটে, অথবা তিনি তা অন্য কোনো সময়ের জন্য পিছিয়ে দিতে পারেন। এ কারণেই আমার মতে রুকইয়াহ শরইয়্যাহর স্থান হলো তখন, যখন সর্বসম্মত কোনো চিকিৎসা নেই, কিংবা যখন এমন স্বাস্থ্যগত বা অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা থাকে যা সেই ওষুধ ব্যবহার করতে বাধা দেয়।

বক্তার মতে ওষুধ ও রুকইয়াহ

ওষুধ-চিকিৎসা	রুকইয়াহ শরইয়্যাহ
সুনান: সৃষ্টির অন্তর্গঠনে আল্লাহর স্থাপিত নিয়ম	কারামত: আল্লাহ যাকে চান তাকে দান করেন
ওষুধের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ঘটাই প্রধান ধারা	ঘটতেও পারে, না-ও ঘটতে পারে; দুআর মতো
বস্তুবিজ্ঞানীদের সংজ্ঞা: প্রভাবক উপস্থিত মাত্রই ফল	আল্লাহ দান করলে দৃশ্যমান উপায় ছাড়াই আরোগ্য

এটি বক্তার ব্যক্তিগত মত (আমার মতে)

তখন যাঁর হাতে আরোগ্য, তাঁরই কাছে রুকইয়াহ শরইয়্যাহ ব্যবহারের মাধ্যমে আশ্রয় নেওয়া হয়। আবু দাউদ তাঁর সুনানে সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যে বর্ণনা এনেছেন, তাতে তিনি বলেন:

مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ

حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا فِي فُؤَادِي فَقَالَ: يَا سَعْدُ إِنَّكَ رَجُلٌ مَفْؤُودٌ، ائْتِ

الْحَارِثَ بْنَ كَلَدَةَ أَخَا ثَقِيفٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَتَطَبَّبُ ১২৯

"আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম, তখন নবী ﷺ আমাকে দেখতে এলেন এবং আমার বুকের মাঝখানে তাঁর হাত রাখলেন, এমনকি আমি তার শীতলতা আমার হৃৎপিণ্ডে — অর্থাৎ আমার বুকে — অনুভব করলাম। তারপর তিনি বললেন: হে সাদ, তুমি তো 'মাফউদ' একজন মানুষ — অর্থাৎ তোমার বুকে রোগ আছে; তুমি সাকীফ গোত্রের ভাই হারিস ইবনু কালাদার কাছে যাও; কারণ সে এমন একজন মানুষ যে চিকিৎসা করে — অর্থাৎ চিকিৎসা-পেশায় নিয়োজিত এবং তাতে তার অভিজ্ঞতা আছে।"

এক নজরে

- ★ কুরআনের আরোগ্যদায়ী প্রভাবের বহু দিক; কয়েকটি দিক আলোচিত
- ★ কুরআন শ্রবণে জৈবিক ক্রিয়ায় পরিবর্তন; অর্থ বুঝলে আরও স্পষ্ট
- ★ জমে থাকা নেতিবাচক অনুভূতি রোগ-প্রতিরোধ ক্রিয়া দমিয়ে দেয়
- ★ আরোগ্য, উপকার ও ক্ষতি আল্লাহর পক্ষ থেকে; মানুষের কাজের অধিকারও অক্ষুণ্ণ
- ★ মাঝের দলের অবস্থান: বস্তুগত জ্ঞান গ্রহণ ফরযে কিফায়া হিসেবে ওয়াজিব
- ★ রুকইয়াহ, ওষুধ ও সতর্কতা: সবই আল্লাহর তাকদীরের অংশ
- ★ বক্তার মতে রুকইয়াহর স্থান: সর্বসম্মত চিকিৎসা না থাকলে বা বাধা থাকলে

লেখকদের বিবরণ ও মত অনুযায়ী

যাচাই করুন

1. কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণে লেখকদ্বয়ের মতে কীসে পরিবর্তন ঘটে?

ক. মানবদেহের বেশ কয়েকটি জৈবিক ক্রিয়ায়

খ. কেবল শ্রবণশক্তিতে

গ. কোনো শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটে না

2. কুরআনের শব্দের অর্থ বোঝার সুযোগ থাকলে পরিবর্তনগুলো কেমন হয়?

ক. আগের চেয়ে কম স্পষ্ট

খ. আরও গভীর ও আরও সুস্পষ্ট

গ. একই রকম

3. জমে থাকা নেতিবাচক অনুভূতি সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. রোগ-প্রতিরোধ ক্রিয়া বাড়িয়ে দেয়

খ. রোগ-প্রতিরোধের সঙ্গে সম্পর্কহীন

গ. রোগ-প্রতিরোধ ক্রিয়া দমিয়ে দেওয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী কারণগুলোর একটি

4. মাঝের দলের অবস্থান বর্ণনায় বস্তুগত জ্ঞান গ্রহণকে কোন হুকুমের বলা হয়েছে?

ক. মাকরূহ

খ. ফরযে কিফায়া হিসেবে ওয়াজিব

গ. হারাম

5. ওষুধ, রুকইয়াহ ও সতর্কতা সম্পর্কে নবী কী বললেন?

ক. এগুলো তাকদীর পাল্টে দেয়

খ. এগুলোও আল্লাহর তাকদীরেরই অংশ

6. রুকইয়াহ শরইয়্যাহ সম্পর্কে বক্তা কী বলেছেন?

ক. ঘটতেও পারে, না-ও ঘটতে পারে; তা দুআর মতো

খ. ওষুধের মতোই প্রতিবার ফল অবধারিত

গ. কেবল সুস্থ মানুষের জন্য

উত্তর: ১-ক, ২-খ, ৩-গ, ৪-খ, ৫-খ, ৬-ক

টীকা

১২৫ — মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন: কিতাবুস সালাম, বাব: বদনজর, নামলা (এক প্রকার ক্ষত), বিষাক্ত প্রাণীর দংশন ও কুদৃষ্টি থেকে রুকইয়াহ করা মুস্তাহাব, হাদীস (২১৯৯); আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৩/৩৮২); বায়হাকী আস-সুনানুল কুবরায়: কিতাবুদ দাহায়া, বাব: রুকইয়াহর বৈধতা (৯/৩৪৮)। আলবানী বলেছেন: এ হাদীসে রয়েছে — এক মুসলিমের জন্য তার মুসলিম ভাইকে এমন রুকইয়াহ দিয়ে ঝাড়ফুঁক করা মুস্তাহাব যাতে কোনো দোষ নেই; অর্থাৎ যার অর্থ জানা ও শরীয়তসম্মত। আর যেসব শব্দের অর্থ বোঝা যায় না, সেসব দিয়ে রুকইয়াহ করা জায়েয নয় — দেখুন: আস-সিলসিলাতুস সহীহা, হাদীস (৪৭২)।

১২৬ — বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন: কিতাবুত তিব্ব, বাব: আল্লাহ এমন কোনো রোগ নাযিল করেননি যার জন্য আরোগ্যও নাযিল করেননি, হাদীস (৫৬৭৮); আহমাদ তাঁর মুসনাদে (১/৩৭৭)।

১২৭ — মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন: কিতাবুস সালাম, বাব: প্রত্যেক রোগের জন্য ওষুধ আছে ও চিকিৎসা গ্রহণ করা মুস্তাহাব, হাদীস (২২০৪); আরও দেখুন: তুহফাতুল আশরাফ, হাদীস (২৭৮৫); আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৩/৩৩৫)।

১২৮ — তিরমিযী তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন: কিতাবুত তিব্ব, বাব: রুকইয়াহ ও ওষুধসমূহ, হাদীস (২০৭২); এবং তিনি বলেছেন: এটি হাসান সহীহ হাদীস। ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানে: কিতাবুত তিব্ব, বাব: আল্লাহ এমন কোনো রোগ নাযিল করেননি যার জন্য আরোগ্যও নাযিল করেননি, হাদীস (৩৪৩৭)। আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৩/৪২১)। হায়সামী আল-মাজমাউ গ্রন্থে (৫/৮৫) বলেছেন: তাবারানী এটি বর্ণনা করেছেন; হারিসকে আমি চিনতে পারিনি, আর আবু খুরাবা ছাড়া বাকি বর্ণনাকারীরা সহীহর বর্ণনাকারী। আর আলবানী একে যঈফ বলেছেন — যঈফু সুনানি ইবনি মাজাহ, হাদীস (৭৪৯)।

অধ্যায় ১ সমাপ্ত

চিকিৎসাবিজ্ঞান, দেহের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা ও রুকইয়াহর তিনটি ক্ষেত্র

আমার মতে এই হাদীসটি মুসলিমদের সেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনুসন্ধান করতে বাধ্য করে, যাকে আল্লাহ আরোগ্যের অন্যতম উপায় বানিয়েছেন। সুতরাং চিকিৎসাবিজ্ঞান যদি থমকে দাঁড়ায়, কিংবা তাতে মতভেদ দেখা দেয়, অথবা তা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে — তবে রুকইয়াহর প্রভাবগুলো আল্লাহর অনুমতিক্রমে উপকারী...

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বস্তুবিজ্ঞানের অনুসারীরাও বস্তুর উপর এ ধরনের আত্মিক প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছেন। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত "রজার স্পেরি" (Roger Sperry) আত্মিক ধারণাগুলোর সঙ্গে বিজ্ঞানের সংযোগ স্থাপনের গুরুত্বের কথা বলেছেন।

আর যদিও রাজনৈতিক, সামাজিক ও দার্শনিক নানা জটিল কারণে এ ধরনের জ্ঞান বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তার প্রাপ্য মর্যাদা পায়নি, তবু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তা বিজ্ঞানী ও গবেষকদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশি অংশ পেতে শুরু করেছে; আর যেসব বিজ্ঞানীর অন্তরে রূহ ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিরোধের গ্রন্থিটি দীর্ঘ দশকের পর দশক আটকে ছিল, তাঁদের মন থেকে এই সম্পর্কটি স্পর্শ করার ভয় মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে।

আর এখানে আমাদের কোনো না কোনোভাবে রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রে দেহের সামর্থ্যের প্রসঙ্গে যেতেই হবে — যাতে আমরা সেই বস্তুগত নিয়মগুলো বুঝতে পারি যেগুলোর ভিত্তিতে মানবদেহ কাজ করে, এবং যাতে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, যে রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা (immune system) বিকল হয়ে পড়লে দেহে ব্যাধি আসে, তা গঠনে জটিল ও কার্যক্ষমতায় বিরাট একটি ব্যবস্থা; আল্লাহ তার ভেতরে যেসব নিয়ম স্থাপন করেছেন সেসব অনুযায়ী তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে। জ্ঞানের সাধনায় যে-ই আন্তরিক পরিশ্রম করবে — সে কাফির হোক বা মুসলিম — সে-ই সেই নিয়মগুলোর মূলনীতি পর্যন্ত পৌঁছাতে এবং সেগুলোর ব্যাপ্তি অনুধাবন করতে পারে।

কারণ রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা মূলত গঠিত হয় লসিকা-কোষ (lymphocyte) দিয়ে — তার দুই শাখা "বি" কোষ ও "টি" কোষ; আর তা ভক্ষক কোষ (phagocyte) দিয়েও গঠিত। সবচেয়ে বড় ভারটি সম্ভবত লসিকা-কোষগুলোর উপরেই পড়ে; কেননা রক্তে ভাসমান লসিকা-কোষগুলোর প্রায় ১৫% গঠন করে "বি" কোষগুলো। এগুলোই সেই কোষীয় অনাক্রম্যতার (cellular immunity) জন্য দায়ী, যা বহিরাগত বস্তুর বিরুদ্ধে বিশেষায়িত প্রতিরক্ষক (antibody) তৈরি করে।

আর "টি" কোষগুলোর ব্যাপারে বলতে হয়, ভাসমান লসিকা-কোষগুলোর ৭০% থেকে ৮০% পরিমাণ এগুলোই গঠন করে। এগুলো কোষীয় প্রতিরোধ-প্রতিক্রিয়াগুলোর জন্য দায়ী, আবার প্রতিরোধমূলক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করার জন্যও দায়ী।

আর আমরা যদি রোগ-প্রতিরোধবিদ্যার সূচনায় একটু হাত দিই, তবে দেখতে পাব যে "বি" কোষগুলো ইমিউনোগ্লোবিউলিন (immunoglobulin) জাতীয় পদার্থ তৈরি করে, যেগুলো পাঁচটি মৌলিক শ্রেণিতে বিভক্ত — তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি IGG। এদের আয়ুষ্কাল ২৩০ দিনের মধ্যে ওঠানামা করে। আর ইমিউনোগ্লোবিউলিনের প্রতিটি উপাদান দুই ধরনের পলিপেপটাইড শৃঙ্খল (polypeptide chain) দিয়ে গঠিত: একটি হলো দুটি ভারী শৃঙ্খল (heavy chains), অপরটি দুটি হালকা শৃঙ্খল (light chains)। আর শৃঙ্খলদুটির প্রত্যেকটি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে ডাইসালফাইড বন্ধন (disulphide bond) দ্বারা, এবং অ-সমযোজী বন্ধন (non-covalent bond) দ্বারাও। IGG-কেই রোগ-প্রতিরোধী গ্লোবিউলিনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ও সবচেয়ে হালকা বলে গণ্য করা হয়; কারণ তা অমরা (placenta) অতিক্রম করে জরায়ুর ভেতর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর IGM, IGA ও IGE-এর কয়েকটি প্রকার শনাক্ত করা হয়েছে।

আর ভক্ষক কোষগুলোর ব্যাপারে বলতে হয়, শ্বেত রক্তকণিকার ৭০% এগুলোই গঠন করে; রক্তের প্রতি মিলিমিটারে এদের সংখ্যা ১০০০০ থেকে ৫০০০ কোষের মধ্যে ওঠানামা করে। এগুলো সচল কোষ; অত্যন্ত সূক্ষ্ম রক্তজালিকার (capillary) ভেতর দিয়ে এগুলো চলাচল করে, ব্যাকটেরিয়া গিলে ফেলে, এবং ব্যাকটেরিয়া ভেঙে দেওয়ার জন্য পরিপাককারী এনজাইম ব্যবহার করে — যার মধ্যে রয়েছে লাইসোজোম (lysosome)...

রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থার গঠন

রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা (immune system)

- **লসিকা-কোষ**
  দুই শাখা: বি কোষ ও টি কোষ
- **বি কোষ**
  বহিরাগত বস্তুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষক (antibody) তৈরি করে
- **টি কোষ**
  কোষীয় প্রতিরোধ-প্রতিক্রিয়ার জন্য দায়ী; প্রতিরোধমূলক কাজও নিয়ন্ত্রণ করে
- **ইমিউনোগ্লোবিউলিন**
  বি কোষ তৈরি করে; পাঁচটি মৌলিক শ্রেণি
- **ভক্ষক কোষ**
  সচল; ব্যাকটেরিয়া গিলে ফেলে, এনজাইম দিয়ে ভাঙে

লেখকের বিবরণ থেকে সংক্ষেপিত

আর সরাসরি উপায়ে দেহকে রক্ষা করার এই বৈশিষ্ট্যটি রোগ প্রতিরোধে দেহের সামর্থ্যের কেবল সামান্য একটি অংশ মাত্র। জটিল রোগ-প্রতিরোধী প্রতিরক্ষকগুলোর এই পুরো জালটি — যা বিশেষায়ণে এতটাই গভীরে যায় যে কোষ-পর্যায়ের স্বাতন্ত্র্য পর্যন্ত পৌঁছে যায় — সুশৃঙ্খল ও সূক্ষ্মভাবে কাজ করে, যাতে জীবন্ত দেহটিকে তার চারপাশের জৈব ও অজৈব ক্ষতিকর উপাদানগুলোর আধিপত্য থেকে রক্ষা করা যায়। কিন্তু যখন ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ-ক্ষমতার উপর জয়ী হয়ে যায়, তখন তা রোগাক্রান্ত হওয়ার দিকে নিয়ে যায়। আর এই আক্রান্ত হওয়া প্রতিরোধের গতিকে অচল করে দেয় না; বরং তাকে আরও উসকে দেয়, ফলে দেহ ও ব্যাকটেরিয়া কিংবা ভাইরাসের মধ্যে সংগ্রাম বেড়ে যায়। তখন দেহ একটি জটিল ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় এই বহিরাগত বস্তুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধক পদার্থ সংশ্লেষ করতে শুরু করে, যতক্ষণ না তাকে পরাজিত করে তার উপর জয়ী হয়।

সংক্রমণ ও দেহের প্রতিরোধ

১. ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ-ক্ষমতার উপর জয়ী
রোগাক্রান্ত হওয়ার দিকে নিয়ে যায়

২. প্রতিরোধ আরও উসকে ওঠে
দেহ ও ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের সংগ্রাম বাড়ে

৩. দেহ প্রতিরোধক পদার্থ সংশ্লেষ করে
জটিল ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় বহিরাগতের বিরুদ্ধে

৪. বহিরাগত বস্তু পরাজিত
যতক্ষণ না দেহ তার উপর জয়ী হয়

আর এই পর্যায়ে দেহের ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে, যাতে দেহ তাকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়। অথবা এই সময়ে দেহের ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও আক্রমণকারীর মধ্যকার যুদ্ধের সেই প্রভাবগুলো হালকা করার জন্য, যেগুলো জ্বর, ব্যথা কিংবা এ ধরনের উপসর্গ হিসেবে প্রকাশ পায়...

সুতরাং এখানে ওষুধের একটি নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে; এর প্রভাবগুলো জানা এবং অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পরিমাপকৃত, আর এর রয়েছে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বসম্মত বৈজ্ঞানিক মূলনীতি। আর যিনি রোগ ও ওষুধ সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন — অর্থাৎ চিকিৎসক — তিনি ছাড়া অন্য কারও এই ওষুধ দেওয়ার অধিকার নেই...

এই সবকিছু থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে, চিকিৎসা-প্রয়োগ এমন একটি প্রক্রিয়া যা বস্তুগত বৈজ্ঞানিক নিয়ম ও মূলনীতির অধীন এবং যা বিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বসম্মত ফলাফল অর্জন করে। আর ইসলামী ধারণায় এটি "শিফা" (আরোগ্য) থেকে ভিন্ন একটি বিষয়; যদিও চিকিৎসা-প্রয়োগের পিছু পিছু সাধারণত আরোগ্য আসে, তবু ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি আরোগ্যকে একটি ইলাহী অধিকার হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। আর আমরা মুসলিম চিকিৎসক হিসেবে সবসময় প্রত্যাশা করি যে, উপযুক্ত ওষুধ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে আরোগ্য আসবে; কারণ আমরা জানি যে তা আল্লাহর তাকদীরের অংশ — যেমনটি ইমাম তিরমিযী ও অন্যদের বর্ণিত হাদীসে আমরা উল্লেখ করেছি।

চিকিৎসা-প্রয়োগ ও শিফা

চিকিৎসা-প্রয়োগ	শিফা (আরোগ্য)
বস্তুগত বৈজ্ঞানিক নিয়ম ও মূলনীতির অধীন	ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে ইলাহী অধিকার
বিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বসম্মত ফলাফল	চিকিৎসা-প্রয়োগের পিছু পিছু সাধারণত আসে
ওষুধ দেওয়ার অধিকার জ্ঞানী চিকিৎসকেরই	আল্লাহর তাকদীরের অংশ

এখান থেকেই আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, রুকইয়াহ রোগীদের জন্য উপকারী হতে পারে — যদি ফকীহগণ তাঁদের শর্তসাপেক্ষে যে পদ্ধতিতে একমত হন সেই পদ্ধতিতে তা কাজে লাগানো হয়, এবং তার সঙ্গে চিকিৎসক হিসেবে আমরা যে আরেকটি শর্ত যথার্থ মনে করি তা যুক্ত হয় — অর্থাৎ যেকোনো কারণেই হোক সর্বসম্মত ওষুধ পাওয়া অসম্ভব হয়ে

পড়লে তা ব্যবহার করা। আর রোগ যাতে পৌঁছাতেই না পারে সে জন্য রুকইয়াহ ব্যবহার করার ব্যাপারে বলতে হয়, এতে কোনো দোষ নেই; চিকিৎসকদের মতে তা প্রতিরোধমূলক চিকিৎসায় (preventive medicine) ব্যবহার করা যেতে পারে, কারণ তা দুআর সেই বরকতগুলোর অন্তর্ভুক্ত যেগুলোতে মুসলিমরা বিশ্বাস করে। আর পরিশেষে আমরা মনে করি, মুসলিমদের উচিত তিনটি ক্ষেত্রে রুকইয়াহ শরইয়্যাহ ব্যবহার করা:

প্রতিরোধমূলক চিকিৎসায়; যেখানে ক্ষতি ঠেকানোর জন্য দুআ ও রুকইয়াহ করা হয় — যেমন কেউ বলল:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١٧٥

> "আল্লাহর নামে, যাঁর নামের সঙ্গে যমীন ও আসমানের কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারে না; আর তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

— যাতে সে প্রাণীর ক্ষতি থেকে, কিংবা যেমন পোকামাকড়ের হুল থেকে রক্ষা পায়...

আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি হলো, ফকীহ ও চিকিৎসকরা যা অনুমোদন করেন সে অনুযায়ী আরোগ্যলাভে তা ব্যবহার করা।

আর তৃতীয় প্রকারটি হলো প্রতিরোধে (الوقاية) রুকইয়াহ ব্যবহার করা; আর এর জন্য আরও গবেষণা দরকার, কারণ আমরা চিকিৎসক হিসেবে লক্ষ করেছি — এবং এখনো লক্ষ করে চলেছি — যে ঈমানের শক্তি ও কুরআন পাঠ দেহকে রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে। এখান থেকেই আমরা বলি যে, চিকিৎসকদের দৃষ্টিতে আরোগ্যলাভে কুরআনের ব্যবহার হবে আরোগ্য-প্রক্রিয়াটিকে রুকইয়াহর ধারণার চেয়েও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করার মাধ্যমে। ফলে ইসলামী চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি শাস্ত্র দাঁড়িয়ে যাবে, যা প্রতিষ্ঠিত হবে এমন চিকিৎসাকেন্দ্রগুলোর উপর, যেগুলো পরিচালিত হবে নির্ভরযোগ্য মুসলিম চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে — যাঁরা বস্তুগত বিজ্ঞানে পণ্ডিত এবং যাঁদের শরঈ জ্ঞানও আছে; তাঁরা যৌথ চিকিৎসা পরিচালনা করবেন: ওষুধ দিয়ে বস্তুগত চিকিৎসা, আর রুকইয়াহ দিয়ে আত্মিক চিকিৎসা। এই পদ্ধতিতে চিকিৎসার একটি যৌথ ধরন অর্জন করা সম্ভব, যার প্রয়োজন আমার ধারণায় গোটা দুনিয়ারই রয়েছে — যেমনটি নিবন্ধের শুরুতে "রজার স্পেরি"-র উক্তির প্রসঙ্গে আমরা ইঙ্গিত করেছি।

রুকইয়াহর তিনটি ক্ষেত্র

রুকইয়াহ শরইয়্যাহর তিনটি ক্ষেত্র

প্রথম: প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা
ক্ষতি ঠেকাতে দুআ ও রুকইয়াহ; যেমন পোকামাকড়ের হুল থেকে

দ্বিতীয়: আরোগ্যলাভ
ফকীহ ও চিকিৎসকরা যা অনুমোদন করেন সে অনুযায়ী

তৃতীয়: প্রতিরোধে ব্যবহার
আরও গবেষণা দরকার; ঈমানের শক্তি ও কুরআন পাঠ সহায়ক বলে লক্ষ করা হয়েছে

লেখকের ভাষায় বর্ণিত তিন ক্ষেত্র

আর এই কেন্দ্রগুলোকে অবশ্যই রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে, অথবা হাসপাতালগুলোর সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, এবং স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক গবেষণার অধীন হতে হবে; যাতে মুসলিম বিজ্ঞানীরা স্বীকৃত মানদণ্ড ও নিয়ম অনুযায়ী যুক্তি উপস্থাপন করতে পারেন...

প্রস্তাবিত চিকিৎসাকেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য

- [ ] নির্ভরযোগ্য মুসলিম চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধান
- [ ] চিকিৎসকগণ বস্তুগত বিজ্ঞানে পণ্ডিত ও শরঈ জ্ঞানসম্পন্ন
- [ ] যৌথ চিকিৎসা: ওষুধে বস্তুগত, রুকইয়াহ দিয়ে আত্মিক
- [ ] রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে, অথবা হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত
- [ ] স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক গবেষণার অধীন

এটি লেখকের প্রস্তাব

এক নজরে

- ★ ওষুধ বস্তুগত বৈজ্ঞানিক নিয়মের অধীন; ওষুধ দেওয়ার অধিকার চিকিৎসকের
- ★ ইসলামী ধারণায় চিকিৎসা-প্রয়োগ শিফা থেকে ভিন্ন; আরোগ্য ইলাহী অধিকার
- ★ লেখকদের বিশ্বাস: ফকীহগণ শর্তসাপেক্ষে যে পদ্ধতিতে একমত, তাতে রুকইয়াহ উপকারী হতে পারে
- ★ সঙ্গে চিকিৎসক হিসেবে লেখকদের আরেক শর্ত: সর্বসম্মত ওষুধ পাওয়া অসম্ভব হলে ব্যবহার
- ★ রোগ যাতে না পৌঁছায় সে জন্য রুকইয়াহ ব্যবহারে কোনো দোষ নেই
- ★ প্রস্তাব: নির্ভরযোগ্য চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে যৌথ চিকিৎসাকেন্দ্র

যাচাই করুন

1. বি কোষ মূলত কী তৈরি করে বলা হয়েছে?

ক. ভক্ষক কোষ | খ. টি কোষ | গ. ইমিউনোগ্লোবিউলিন জাতীয় পদার্থ

2. ভক্ষক কোষ কী করে?

ক. ইমিউনোগ্লোবিউলিন তৈরি করে | খ. ব্যাকটেরিয়া গিলে ফেলে ও এনজাইম দিয়ে ভাঙে | গ. প্রতিরোধমূলক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে

3. ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি আরোগ্যকে কী হিসেবে সাব্যস্ত করেছে?

ক. বস্তুগত নিয়মের স্বয়ংক্রিয় ফল | খ. ইলাহী অধিকার

4. রুকইয়াহ ব্যবহারে চিকিৎসক হিসেবে লেখক কোন শর্ত যুক্ত করেছেন?

ক. সর্বসম্মত ওষুধ পাওয়া অসম্ভব হলে তা ব্যবহার | খ. ওষুধের বদলে সবসময় ব্যবহার | গ. চিকিৎসক ছাড়াই ব্যবহার

5. রোগ পৌঁছানোর আগে প্রতিরোধে রুকইয়াহ ব্যবহার সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. তা হারাম | খ. তা ওয়াজিব | গ. এতে কোনো দোষ নেই

6. প্রস্তাবিত কেন্দ্রগুলো কাদের তত্ত্বাবধানে চলবে?

ক. যেকোনো ব্যক্তির | খ. নির্ভরযোগ্য মুসলিম চিকিৎসকদের | গ. কেবল রোগীদের

উত্তর: ১-গ, ২-খ, ৩-খ, ৪-ক, ৫-গ, ৬-খ

টীকা

১২৯ — যঈফ হাদীস। আবু দাউদ তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন: কিতাবুত তিব্ব, বাব: আজওয়া খেজুর প্রসঙ্গে (৩৮৭৫)। আলবানী একে যঈফ বলেছেন — যঈফু সুনানি আবি দাউদ, হাদীস (৮৩৪)।

১৩০ — আবু দাউদ তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন: কিতাবুল আদাব, বাব: সকালে উপনীত হলে যা বলবে, হাদীস (৫০৮৮); তিরমিযী তাঁর সুনানে: কিতাবুদ দাওয়াত, বাব: সকাল ও সন্ধ্যায় উপনীত হলে দুআ প্রসঙ্গে যা এসেছে, হাদীস (৩৩৯৯); এবং তিনি বলেছেন: এটি হাসান গরীব সহীহ হাদীস। ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানে: কিতাবুদ দুআ, বাব: সকাল ও সন্ধ্যায় উপনীত হলে মানুষ যে দুআ পড়বে, হাদীস (৩৮৬৯); আরও দেখুন: তুহফাতুল আশরাফ, হাদীস (৯৭৭৮); এবং দেখুন: আলবানীর সহীহু সুনানি ইবনি মাজাহ, হাদীস (৩১২০)।

আর হাদীসটির পূর্ণ পাঠ হলো:

وَكَانَ أَبَانُ قَدْ أَصَابَهُ طَرَفٌ مِنَ الْفَالِجِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ

فَقَالَ لَهُ أَبَانُ: مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ؟ أَمَا أَنَّ الْحَدِيثَ كَمَا قَدْ حَدَّثْتُكَ وَلَكِنْ

لَمْ أَقُلْهُ يَوْمَئِذٍ، لِيُمْضِيَ اللَّهُ عَلَى قَدَرِهِ

"আবানকে পক্ষাঘাতের কিছুটা স্পর্শ করেছিল। তখন লোকটি তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে লাগল। আবান তাকে বললেন: তুমি আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন? জেনে রাখো, হাদীসটি ঠিক তেমনই যেমনটি আমি তোমাকে বর্ণনা করেছি; কিন্তু সেদিন আমি তা পড়িনি — যাতে আল্লাহ তাঁর তাকদীর কার্যকর করেন।"

অধ্যায় ২ সমাপ্ত



আস-সুন্নাহ হেলথ কেয়ার

As Sunnah Health Care

সম্পাদনা ও প্রকাশনা তত্ত্বাবধানে

রাক্বী এইচ এম মোশাররফ হুসাইন

CEO, As Sunnah Health Care

সুন্নাহের সাথে, সুস্থতার পথে।

www.assunnahealth.com | অ্যাপয়েন্টমেন্ট: 01313-882464